দৈনিক বাংলা

তারিখ ...11/6/79...
পৃষ্ঠা... ৫ ... কলাম ... ১ ...

৪৪

পুরনো ব্যবস্থা বদলে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে

—শাহ আজিজ

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান বলেছেন যে জনশক্তিকে একটি উৎপাদনশীল সম্পদে পরিণত করার জন্যে দুশো বছরের পুরোনো অচল শিক্ষা ব্যবস্থাকে বদলে ফেলতে হবে।

গতকাল সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে 'শিক্ষা প্রকল্প ও উন্নয়ন গবেষণা ফাউন্ডেশনের' পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাই বাড়ায়। বাড়ায় সমাজে হতাশা ও নৈরাজ্য। তাই শিক্ষা ব্যবস্থায় বৃত্তিমূলক ও কারিগরি বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও ফাউন্ডেশানের সভাপতি প্রফেসর মুহম্মদ শামস-উল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ফজলুল হালিম চৌধুরী।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, প্রতি বছর দেশে শয়ে শয়ে বিএ এমএ তৈরী হচেছ। কিন্তু দেশ তাদের চাকরি দিতে পারছে না। এ-প্রসঙ্গে তিনি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কারিগরিমুখী করে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে, দেশের ও বিদেশের জন্যে আমরা একটি উৎপাদনশীল জনশক্তি গড়ে তুলতে পারি।

শিক্ষার সংকট যাতে চরম পর্যায়ে পৌঁছে সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখার আহবান জানিয়ে গবেষকদের বলেন যে অতীতে শিক্ষাক্ষেত্রে যা করা হয়েছে তার অধিকাংশ ছিলো সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্কহীন। তা তাদের কোনো উপকারে আসেনি।

ফাউন্ডেশনের গবেষণা কর্মের ভূয়শী প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে সংগঠনকে সরকার সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবেন।

সভাপতির ভাষণে পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রফেসর মুহম্মদ শামস-উল হক বলেন যে শিক্ষায় সীমিত সম্পদের বিরাট অপচয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাসহ অন্যান্য উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষিতব্যক্তিসহ শিক্ষিত বেকার বৃদ্ধি সাবেক পরিকল্পনার একটি ব্যর্থতা।

এ প্রসঙ্গে তিনি সমকালীন জীবন চাহিদা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কেন্দ্রীক শিক্ষা পরিকল্পনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন সংগঠনের রিসার্চ শাডের চেয়ারম্যান ডঃ এম সেলিম। বোর্ডের সদস্য-সচিব প্রফেসর কে এ কাশেম অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ ভাষণ দেন।